بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন – ১২

পরিবেশনায়

জুমাদাল আখিরাহ || ১৪৩৮ হিজরী

"আর তারা মুমিনদের সাথে যা করেছিল, নিজেরাই তার সাক্ষী। এবং তারা তাদেরকে শুধু এই কারণে শাস্তি দিয়েছিল যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।"

মুসলিম উম্মাহর করুণচিত্র কোন দিন শেষ হবার না, যতদিন না শুকর ও বানরের উত্তরসূরিরা আমাদের পবিত্র মাসজিদুল আকসা দখল করে রেখেছে এবং আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইরা তাদের নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে...

এবং তাদের দুর্ভোগের এই করুণচিত্র কোন দিন শেষ হবে না, যতদিন না শয়তান রাফিদা ও নিকৃষ্ট নুসাইরিদের হাতে ইরাক ও সিরিয়াতে আমাদের সুন্নী ভাইবোনরা নির্যাতিত হচ্ছে...

যা কিছু উল্লেখ করেছি আর যা কিছু অগোচরে রয়ে গেছে তার কিছুই বন্ধ হবে না, যতদিন না আমরা জেগে উঠি এবং উপযুক্ত বদলা আদায় করি! আমাদের এরূপ কর্মকাণ্ড উম্মাহর শত্রুদের (মুনাফিক) লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা এরে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে! অথচ যখন সারাবিশ্বের সামনে প্রকাশ্যে পশ্চিমা ক্রুসেডাররা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, যখন তারা আমাদের ভূমিগুলো দখল করে এবং তাদের ট্যাংকবহর গুলো সাধারণ জনগণের অধিকার, সম্মান আর স্বাধীনতার খর্ব করে.. তখন ওদের থেকে কোন টুঁ শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না..

বিদেশী কুত্তারাও তাদের মত এত লজ্জিত হয় না..

আমেরিকান সন্ত্রাসী দলের এজেন্ট হাফতার (লিবিয়ার মুরতাদ সরকার প্রধান) ও নিজেদের সালাফীদের অনুসারী দাবি করা কিছু লোক -এবং নিশ্চয়ই সালাফরা ওদের জঘন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত- আর সেই সাথে মৃত গাদ্দাফির অনুসারীদের কেউ কেউ উমার মুখতারের এইসব বীর উত্তরসূরিদের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা প্রকাশ করে, যারা তাদের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষার্থে এবং তাদের রবের আনীত দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে...

সুতরাং সন্ত্রাসী মিলিশিয়ারা তাদের জীবিতদের পবিত্রতা ও সম্মানে আঘাত হানার পর, অতঃপর তাদের মৃতদের পবিত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করেছে। বিকৃত আত্মার অধিকারী এই কুকুররা শহীদদের কবর খুঁড়ে বিপ্লবী ও মুজাহিদিনদের

লাশগুলো বের করে আনে এবং বেনগাজি সড়কের উপর দিয়ে মৃতদেহগুলো টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসে, অতঃপর সেগুলো তাদের মিলিটারি ব্যারাকের গেটে ঝুলিয়ে রাখে.. নারী কিংবা পুরুষ, বৃদ্ধা অথবা শিশু কারো মৃতদেহ এ থেকে রেহাই পায় না.. রাফিদা, বৌদ্ধ আর ইহুদিদের মতই ওদের অন্তরগুলো ঘৃণা আর প্রতিহিংসায় পূর্ণ হয়ে আছে, ওদের কাছে জীবিত কিংবা মৃত কারো কোন পবিত্রতা নেই।

নিশ্চয়ই একদিন আল্লাহ সুবহানুওয়া তা'আলা দেহগুলোকে শয়তানের এসব দোসরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সুবহানুওয়া তা'আলা সেদিন এই পচে যাওয়া লাশগুলোকে অক্ষত অবস্থায় উঠাবেন, দেখে মনে হবে তারা যেন এইমাত্র শহীদ হয়েছেন...

এই ঘৃণিত অপরাধ সংঘটনের পূর্বে তারা আরও বহু অপরাধ করেছে, কুনফুদাহ শহরে মাজলুম মুসলিমদের উপর অবরোধ জারি করেছে, যাদের অধিকাংশই খাবার আর পানির অভাবে মৃত্যুবরণ করেছে, অবিরাম বোমাবর্ষণের ভয়াবহ ঘটনা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রকাশ্য সহযোগিতায় আরব আমিরাত, মিসরের সিসি ও তার মুরতাদ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে আরব এজেন্ট ও তাদের মুরতাদ প্রশাসন এতে অংশগ্রহণ করে।

এই ধোঁকাময় পৃথিবীতে এ এক সীমাহীন লজ্জা, মুসলিম উম্মাহ ললাটে তা যেন কলঙ্কের কালিমা একে দিয়েছে.. মুসলিমদেরকে উস্কে দেওয়া এই হীন জঘন্য কর্মকাণ্ডগুলোকে দূরীভূত করার একমাত্র কাণ্ডারি হচ্ছে হক্কের ঝাণ্ডাবাহী ইসলামের তরুণ যুবক দল। সকল অত্যাচারী.. জীবিত কি মৃত কোন মুসলিম যাদের থেকে রেহাই পায়নি, একমাত্র উম্মাহর তরুণরাই পারে মুসলিমদের প্রতি বাড়ানো ওদের নাপাক হাতগুলো ছিন্ন করে দিতে। এবং এই তাওহিদের সন্তানেরা অত্যাচারীদের গর্দানে আঘাত হানার মাধ্যমে ওদের মূলোৎপাটন করে ছাড়বে বিইযনিল্লাহ, যাতে অত্যাচারীরা তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে জায়গা করে নিতে পারে...

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

"...এবং শীঘ্রই অত্যাচারীরা জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।" (সূরা আশ শু'আরা: আয়াত ২২৭)

হাফতারের সেনারা মুসলমানদের কবরকে অপমানিত করেছে